তথ্যবিবরণী                                                                                           নম্বর : ১৪৫৬

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের বঙ্গবন্ধু অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ

**১৩৮ জন প্রবাসীর পরিবারকে ৪ কোটি টাকার চেক বিতরণ**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :

মুজিব জন্মতশবার্ষিকী উপলক্ষে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ‘বঙ্গবন্ধু অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ’-এর আওতায় ১৩৮ জন প্রবাসী কর্মীর পরিবারকে ৪ কোটি টাকার চেক বিতরণ করেছে।

আজ প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ এই ঋণের চেক বিতরণ করেন। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ও প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন।

মন্ত্রী বলেন, প্রবাসী কর্মীদের জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক বিদেশ ফেরত কর্মীদের এই ঋণ সুবিধা দিচ্ছে।

ঋণ নিতে কোন প্রকার সমস্যা হলে সরাসরি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করার আহ্বান জানান মন্ত্রী। প্রবাসীদের জন্য কাজ করার যে গতি সেটির কমতি নেই উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, মার্চ মাসের মধ্যে সরকার এই ঋণ বিতরণের পরিমাণ আরো বাড়াবে।

সভাপতির বক্তৃতায় সচিব বলেন, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক শুরু করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই ব্যাংক, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এবং বিএমইটি’র মাধ্যমে সরকার প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ নাজীবুল ইসলাম, শেখ শোয়েবুল আলম, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের জিএম মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন প্রমুখ।

#

রাশেদুজ্জামান/রোকসানা/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/২১২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৫৫

**রাষ্ট্রপতির সাথে ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ**

বঙ্গভবন, ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :

বাংলাদেশ ও ভুটানের বাণিজ্য-বিনিয়োগ সম্পর্ক বাড়াতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কৃষি, হর্টিকালচার এবং মৎস্য খাতের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর ওপর জোর দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ।

আজ ভুটানের প্রধানমন্ত্রী লোটে শেরিং বঙ্গভবনে সাক্ষাৎ করতে গেলে রাষ্ট্রপতি এ কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বাণিজ্য-বিনিয়োগ, যোগাযোগ, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক বিনিময়, জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ, পর্যটনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে চমৎকার সম্পর্ক বিরাজ করছে।

রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, ভুটান বাংলাদেশের বিশ্বস্ত বন্ধু। তিনি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য সেদেশের সরকার ও জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার। সময়ের পরিক্রমায় এ সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছাচ্ছে।

করোনা মহামারির মধ্যে জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য ভুটানের প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। তিনি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ভুটানে এক হাজার প্রদীপ প্রজ্বলন ও স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করার জন্য ভুটানের প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ ধন্যবাদ জানান।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর এই সফরের ফলে বাংলাদেশের সাথে ভুটানের বাণিজ্য বিনিয়োগসহ বিভিন্ন খাতে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরো সম্প্রসারিত হবে।

ভুটানের প্রধানমন্ত্রী লোটে শেরিং বলেন, ভুটান বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নকে সবসময় অগ্রাধিকার দেয়। তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বিশেষ করে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের অগ্রগতির প্রশংসা করেন।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ভুটানের স্মারক ডাকটিকিট রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের হাতে তুলে দেন লোটে শেরিং।

#

ইমরানুল/রোকসানা/সাহেলা/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৯৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৪৫৪

**সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের পাশে থাকবে**

**---সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, বাংলাদেশের রয়েছে হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী, সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি। ঢাকার লালবাগ কেল্লা, নওগাঁর পাহাড়পুর, বগুড়ার মহাস্থানগড়, কুমিল্লার ময়নামতি, বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদসহ এ দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা ও নিদর্শন। এসব ঐতিহ্যবাহী, নান্দনিক ও বৈচিত্র্যময় প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা তথা প্রত্নস্থলসমূহের যুগোপযোগী ও আধুনিক সংস্কার, সংরক্ষণ ও ত্রিমাত্রিক স্থাপত্যিক ডকুমেন্টেশনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হতে আর্থিক, কারিগরি ও বিশেষজ্ঞ সহযোগিতা প্রয়োজন। আশা করছি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের পাশে থাকবে।

আজ রাজধানীর লালবাগ কেল্লায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের অর্থায়নে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত 'লালবাগ কেল্লার ঐতিহাসিক মোঘল হাম্মামখানার সংস্কার, সংরক্ষণ ও ত্রিমাত্রিক স্থাপত্যিক ডকুমেন্টেশন' শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হল গবেষণা ও ডকুমেন্টেশনের মাধ্যমে হাম্মামখানা ভবনের পরিপূর্ণ সংস্কার পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ইতোপূর্বে শনাক্তকৃত ক্ষতি প্রশমনের নিমিত্ত জরুরি কিছু সংস্কার-সংরক্ষণ কাজ সম্পাদন। তিনি বলেন, এ প্রকল্পের মাধ্যমে যে কাজগুলো সম্পাদন করা হবে তা হলো- হেরিটেজ ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট, ত্রিমাত্রিক স্থাপত্যিক ডকুমেন্টেশন, হাম্মামখানা ভবনের সংস্কার-সংরক্ষণ এবং বৈদ্যুতিক কাজ ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ বদরুল আরেফীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মাননীয় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত আর্ল আর মিলার (Earl R. Miller)।

প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষেপে উপস্থাপনা করেন বিশিষ্ট হেরিটেজ স্পেশালিস্ট ও সংরক্ষণ স্থপতি ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ। স্বাগত বক্তৃতা করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোঃ আতাউর রহমান।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস, বাংলাদেশ আয়োজিত 'US Ambassador's Fund for Cultural Preservation- Small Grants Competition (Fiscal Year 2020)' -এ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত উপরোক্ত প্রকল্প প্রস্তাবটি অনুমোদন পায়। প্রকল্পটির জন্য অনুদানকৃত মোট অর্থ ১ লাখ ৮৫ হাজার ৯৩৩ মার্কিন ডলার এবং মেয়াদ ২০২০ সালের অক্টোবর হতে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

#

ফয়সল/রোকসানা/সাহেলা/রফিকুল/আব্বাস/২০২১/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৫৩

**সারা দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ৭৮ হাজার ৮১৭ জনের ভ্যাকসিন গ্রহণ**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :

গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে মোট ৭৮ হাজার ৮১৭ জন ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে পুরুষ ৪৪ হাজার ২৬৬ জন এবং মহিলা ৩৪ হাজার ৫৫১ জন।

এ নিয়ে সারা দেশে গত ২৭ জানুয়ারি থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত সর্বমোট ভ্যাকসিন গ্রহীতার সংখ্যা ৫০ লাখ ৬৯ হাজার ৪৯ জন। এদের মধ্যে পুরুষ ৩১ লাখ ৬৮ হাজার ৯৯৪ জন এবং মহিলা ১৯ লাখ ৫৫ জন।

উল্লেখ্য, ২৪ মার্চ বিকাল ৫টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত সরকার কর্তৃক তৈরিকৃত সুরক্ষা অ্যাপে মোট ৬৪ লাখ ৬৭ হাজার ৭৮৯ জন ভ্যাকসিন গ্রহণের জন্য নিবন্ধন করেছেন।

#

মিজানুর/রোকসানা/সাহেলা/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                           নম্বর : ১৪৫২

**কোভিড**-**১৯** (**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :

 ‌        স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২৭ হাজার ৫০২ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৩ হাজার ৫৬৭ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৫ লাখ ৮০ হাজার ৮০৮ জন।

          গত ২৪ ঘণ্টায় ২৫ জন-সহ এ পর্যন্ত ৮ হাজার ৭৬৩ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

          করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৫ লাখ ২৭ হাজার ৯০৯ জন।

#

দলিল/রোকসানা/সাহেলা/রফিকুল/আব্বাস/২০২১/১৮২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৪৫১

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও**

**স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর নবম দিনের প্রতিপাদ্য**

**‘গণহত্যার কালরাত্রি ও আলোকের অভিযাত্রা’**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ‘মুজিব চিরন্তন’ মূল প্রতিপাদ্যের দশ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার নবম দিনের (২৫শে মার্চ ২০২১) অনুষ্ঠানের প্রতিপাদ্য ‘গণহত্যার কালরাত্রি ও আলোকের অভিযাত্রা’।

জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠান টেলিভিশন, বেতার, অনলাইন ও সোশ্যাল মিডিয়ায় সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। অনুষ্ঠানসূচি অনুযায়ী প্রথম পর্বে বিকাল ৪টা ৪৫ মিনিট থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত আলোচনা অনুষ্ঠান, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৬টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ৩০ মিনিটের বিরতি এবং দ্বিতীয় পর্বে সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত রয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

আলোচনা অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান ও সঞ্চালনা করবেন আসাদুজ্জামান নূর । আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক। আলোচনা পর্বে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী চাং সে কাইয়ুন এবং বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সুহৃদ, জাপানের তাকাশি হাওয়াকাওয়া-এর পুত্র ওসামু হায়াকাওয়া-এর ভিডিও বার্তা প্রচার করা হবে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পর্বে বঙ্গবন্ধুকে উৎসর্গ করে বন্ধু রাষ্ট্র কোরিয়ার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ধারণকৃত ভিডিও, ‘মুজিব চিরন্তন’ প্রতিপাদ্যের ওপর টাইটেল অ্যানিমেশন ভিডিও, ভাটিয়ালি গানের সুরে কোরিওগ্রাফিক পরিবেশনা, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে গান গাওয়া আমেরিকান সংগীত শিল্পী জোয়ান বায়েজের গান, চট্টগ্রামের ‘যুদ্ধ শিশু’ দলের পরিবেশনা এবং যুদ্ধ কন্যার বক্তব্যের ভিডিও ক্লিপ, অ্যালেন গিন্সবার্গের ‘সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড’ শীর্ষক সংগীতানুষ্ঠান, বঙ্গবন্ধুর কন্যাদ্বয়ের ভাষ্যে ‘সেই ভয়াবহ রাতের কাহিনী’, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী এবং পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পীগণের যৌথ পরিবেশনা, কম্বোডিয়ার লোকযন্ত্রবাদন ও কোরিওগ্রাফি প্রদর্শন, ‘যুদ্ধাপরাধের বিচার’ শীর্ষক একটি ভিডিও ক্লিপ, ঢাকা থিয়েটারের পরিবেশনায় নাট্যাংশ ‘নিমজ্জন’, ‘উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে’ শীর্ষক বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ভিডিও পরিবেশনা এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হবে।

#

নাসরীন/রোকসানা/সাহেলা/রফিকুল/আব্বাস/২০২১/১৯১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৪৫০

**নরেন্দ্র মোদির ঢাকা সফর বিরোধিতাকারীদের ইন্ধন যোগাচ্ছে বিএনপি**

**---তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :

বিএনপি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঢাকা সফর বিরোধিতাকারীদের ইন্ধন যোগাচ্ছে উল্লেখ করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, বিএনপি দীর্ঘদিন ধরে ভারতবিরোধিতা ও ভারতের সাথে বৈরিতার যে রাজনীতি অনুসরণ করে আসছে, সেটি বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রগতির জন্য সহায়ক নয়।

আজ রাজধানীর নিজ বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় ময়দানে আয়োজিত সাপাহার উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

সাপাহার উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শামসুল আলম শাহ’র সভাপতিত্বে খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার, আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা: রোকেয়া বেগম, সংসদ সদস্য শহীদুজ্জামান সরকারসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন।

ড. হাছান বলেন, ‘গতকাল দেখতে পেলাম, মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব প্রশ্ন তুলেছেন যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী কেন বাংলাদেশে আসছেন। প্রকৃতপক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে আসার বিরুদ্ধে যারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে এর পেছনেও যে বিএনপি-জামাত, বিশেষ করে বিএনপি ইন্ধন দিয়ে আসছিল, মির্জা ফখরুল নিজেই ‘মোদি কেন আসছেন’ সে প্রশ্ন তুলে সেই গোমরটাই গতকাল ফাঁস করেছেন।’

অর্থাৎ বিএনপি তাদের যে ভারতবিরোধিতার রাজনীতি সেটা থেকে বের হতে পারেনি উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক প্রয়োজন। বিশেষ করে যে দেশ দিয়ে আমাদের তিনদিক বেষ্টিত, সেই দেশের সাথে সুসম্পর্ক না রেখে আমাদের উন্নয়ন অগ্রগতি সম্ভবপর নয়। বিএনপি যেহেতু বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রগতি চায় না, সেকারণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী কেন আসছেন সেটি নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন।’

‘আমি বিএনপিকে অনুরোধ জানাবো, এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন না করে বরং সঠিক রাজনৈতিক ধারায় ফিরে আসুন; আপনারা ভারতবিরোধিতার রাজনীতি, ভারতের সাথে বৈরিতার যে রাজনীতি দীর্ঘদিন ধরে অনুসরণ করে আসছেন, সেটি বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রগতির জন্য সহায়ক নয়’ বলেন ড. হাছান।

আজকে যে ভিডিও কনফারেন্সে আমরা দূর থেকেও সংযুক্ত হতে পারছি তার কারণ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ আজকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরিত হয়েছে বর্ণনা করে মন্ত্রী এসময় বলেন, ‘এই স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর বছর থেকে আমরা যেমন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যদি অব্যাহতভাবে বাংলাদেশের নেতৃত্ব দিতে পারেন তাহলে অবশ্যই বিশ বছর পর ২০৪১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে সত্যিকার অর্থে একটি উন্নত দেশে রূপান্তরিত করতে পারবো।’

জনগণের ভালোবাসা নিয়েই আওয়ামী লীগ দেশ পরিচালনা করতে চায় উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের দল যেহেতু ক্ষমতায় আছে, আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য অপরিসীম এবং ক্ষমতায় থাকলে বিনয়ী হতে হয়, আচার আচরণ এমন হতে হয় যাতে কেউ কষ্ট না পায়, কেউ বিরক্ত না হয়, জনগণ যাতে আমাদের ভালোবাসে।’

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার তাঁর বক্তব্যে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর লগ্নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিরলস পরিশ্রমের সাথী হতে দলের নেতাকর্মীদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

#

আকরাম/রোকসানা/পাশা/সাহেলা/রফিকুল/আব্বাস/২০২১/১৯০৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৪৪৯

**ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনে পাতাল রেল নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার**

**---সেতুমন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :

ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনে সাবওয়ে (পাতাল রেল) নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে আজ মহানগরীর একটি হোটেলে সাবওয়ে নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা র্শীষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত ছিলেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। এ সময় অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত স্পেনের রাষ্ট্রদূত Mr. Francisco de Asís Benítez Salas উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী বলেন, সাবওয়ে নির্মিত হলে ঢাকা শহরের প্রায় ৮০ লাখ কর্মজীবি মানুষের মধ্যে অর্ধেক অর্থাৎ প্রায় ৪০ লাখ মানুষ মাটির নীচে পাতাল রেলে চলাচল করবে এবং মাটির উপরিভাগে যানজট ও জনজট মুক্ত থাকবে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্য করে তিনি আরো বলেন, শেখ হাসিনা সরকারের সকল কাজের উদ্দেশ্য জনকল্যাণ। জনস্বার্থে কাজ করতে হবে, কমাতে হবে জনভোগান্তি। বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন একই ধরনের প্রকল্পগুলোর সাথে বাড়াতে হবে সমন্বয়। কাজের গুণগত মান সুরক্ষার পাশাপাশি নির্ধারিত সময়ে নির্মাণ কাজ শেষ করতে হবে। তা না হলে প্রকল্প ব্যয় বেড়ে যায় এবং সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনার ওপর চাপ পড়ে। এছাড়া প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে এর প্রয়োজনীয়তা এবং কার্যকারীতার বিষয়টিকেও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

মন্ত্রী বলেন, প্রমত্ত পদ্মার বুকে নির্মিত হচ্ছে দেশের সক্ষমতার প্রতীক পদ্মা সেতু। ইতোমধ্যে ৪১টি স্প্যানের সবকটি সফলভাবে স্থাপনশেষে দ্রুতগতিতে রেলওয়ে এবং সড়কপথের স্ল্যাব বসানোর কাজ এগিয়ে চলেছে। মূল সেতুর নির্মাণকাজের অগ্রগতি শতকরা প্রায় ৯২ দশমিক ৫০ ভাগ, নদীশাসন কাজের অগ্রগতি শতকরা ৮০ ভাগ এবং প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি শতকরা ৮৪ দশমিক ৫০ ভাগ। আগামী বছরের জুন নাগাদ পদ্মা সেতু নির্মাণশেষে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হবে বলে এ সময় তিনি আশা প্রকাশ করেন।

মন্ত্রী আরো বলেন, চট্টগ্রামে ওয়ান সিটি টু টাউনের আদলে কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে নির্মিত হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল। ইতোমধ্যে প্রায় আড়াই কিলোমিটার দীর্ঘ একটি টিউবের রিং প্রতিস্থাপনসহ বোরিং কাজ শেষ হয়েছে এবং এরইমধ্যে টিউবটির ২০০ মিটার রোড স্ল্যাব নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় টিউবটির ৭০০ মিটার বোরিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ পর্যন্ত টানেলের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি শতকরা ৬৫ ভাগ।

উল্লেখ্য, ঢাকা শহরে সাবওয়ে নির্মাণের লক্ষ্যে স্পেনের TYPSA (টিপসা) এর নেতৃত্বে যৌথভাবে জাপানের (PADECO), বিসিএল এসোসিয়েটস্, কেএসসি এবং বেটস-কে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। চুক্তি অনুযায়ী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ২৩৮ কিলোমিটার সাবওয়ে নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইসহ ৯০ কিলোমিটার সাবওয়ে নির্মাণে প্রাথমিক নকশা প্রণয়নের দায়িত্ব পায়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন সার্ভে ও মডেল স্ট্যাডি করে ২৫৮ কিলোমিটার সাবওয়ে নির্মাণের ফুল নেটওয়ার্ক প্রস্তাবনা গত ১৫ মার্চ দাখিল করে।

সেতু বিভাগের সচিব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেনের সভাপতিত্বে সেমিনারে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক খন্দকার রাকিবুর রহমান, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জাহাঙ্গীর আলম, স্থপতি ইকবাল হাবিব, ঢাকা ম্যাস র‌্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, ঢাকা দক্ষিণ ও উত্তর সিটি কর্পোরেশন, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর প্রতিনিধি, প্রকল্পের পরিচালক, সেতু বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী, পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিসহ অন্যান্য অংশীজন উপস্থিত ছিলেন।

#

ওয়ালিদ/রোকসানা/পাশা/সাহেলা/রফিকুল/আব্বাস/২০২১/১৮৪১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৪৮

**স্বাস্থ্যবিধি মেনে ২ এপ্রিল এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষা  
 -স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, দেশে করোনা পরিস্থিতি এখন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে, মেডিকেল ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষা না নিলে তাদের ভবিষ্যত শিক্ষাজীবনে অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে। এসব বিবেচনায় রেখে ২ এপ্রিলই দেশে মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি বজায় রেখে গ্রহণ করা হবে। এই ভর্তি পরীক্ষাটি স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্যবিধি ঠিক রাখতে সরকারের পুলিশ বাহিনী, গোয়েন্দা শাখা, শিক্ষা বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকল শাখা মিলে টিম-ওয়ার্ক ও কো-অর্ডিনেশনের মাধ্যমে কাজ করবে এবং পরীক্ষা কেন্দ্রে ও কেন্দ্রের আশেপাশে এলাকার স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখবে। পরীক্ষার আগে সামাজিক মাধ্যমগুলিতে যেন কোনো গুজব ছড়াতে না পারে সে ব্যাপারেও সরকারের সংশ্লিষ্ট বিশেষ শাখাগুলি কাজ করবে। আশা করা যায়, যথাযথভাবে স্বাস্থ্যবিধি বজায় রেখেই এবারের মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হবে।

আজ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক।  
 করোনা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে দেশবাসীকে আরো সতর্কভাবে স্বাস্থ্যবিধি বজায় রেখে চলাফেরা করা প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, গতমাসে সংক্রমনের হার ছিল মাত্র ২ শতাংশ। সেটি গতকাল হয়ে গেছে ১৩ শতাংশ। এ পরিস্থিতিতে করোনা বেড সংখ্যা আবারো বৃদ্ধি করা হচ্ছে। নতুন করে আরো অন্তত ৫টি হাসপাতালকে কোভিড ডেডিকেটেডে হাসপাতাল করা হয়েছে। তবে, দেশের মানুষ যদি মুখে মাস্ক না পড়েন, স্বাস্থ্যবিধি না মেনে চলেন তাহলে করোনা পরিস্থিতি ভবিষ্যতে সামলানো মুশকিল হতে পারে।

গতবারের তুলনায় এবছর পরীক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে উল্লেখ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরো বলেন, গত বছর এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৭২ হাজার। আর এবছর ১ লক্ষ ২২ হাজার ৮৭৪ জন। পাশাপাশি এ বছর করোনার কারণে সকলের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কেন্দ্র সংখ্যা ১৯টি এবং ভেন্যু সংখ্যা ৫৫টি করা হয়েছে। একই সাথে কেন্দ্রের ভেতরে পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষার্থীদের ও কেন্দ্রের বাইরে অপেক্ষমান অভিভাবকদের স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখতে বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা থাকবে। পরীক্ষা কেন্দ্রের আশেপাশে ফটোকপি মেশিনের দোকান এবং কোচিং সেন্টার বন্ধ রাখাসহ অন্যান্য তৎপরতার দিকেও নজর দেয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. আলী নূর-এর সভাপতিত্বে সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন  বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. এ এইচ এম এনায়েত হোসেন, বিদ্যুৎ বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, পুলিশ বাহিনী প্রতিনিধি, সরকারের গোয়েন্দা শাখার প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শাখার প্রতিনিধিগণ এসময় সভায় বক্তব্য রাখেন।

#

মাইদুল/পরীক্ষিৎ/কামাল/কুতুব/২০২১/১৬০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৪৪৭

**ডিজিটাল ডিভাইস এন্ড ইনোভেশন এক্সপো শুরু ১ এ‌প্রিল**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :

‘মেইক হেয়ার, সেল এভরিহোয়্যার’ এ প্রতিপাদ্য নিয়ে ১ এ‌প্রিল থে‌কে অনুষ্ঠিত হ‌তে যা‌চ্ছে ৩দিনব্যাপী দে‌শের সর্ববৃহৎ তথ্যপ্রযুক্তি প্রদর্শনী ‘ডিজিটাল ডিভাইস এন্ড ইনোভেশন এক্সপো-২০২১’।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের অডিটোরিয়ামে তিন দিনব্যাপী এই প্রদর্শনী যৌথভাবে আয়োজন করছে আইসিটি বিভাগ, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি।

আজ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে আইসিটি টাওয়ারে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

সংবাদ সম্মেলনে প্রদর্শনীর বিস্তা‌রিত তু‌লে ধ‌রে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জানান, করানো মহামারির কারণে এবারের প্রদর্শনী সীমিত পরিসরে ফিজিক্যাল ও ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে আয়োজন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে যে-কেউ বাসায় বসেই মেলার স্টল ভিজিট করতে পারবেন।

প্রদর্শনী‌তে শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তিজ্ঞানকে বাড়িয়ে নেয়ার জন্য নানা ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের আয়োজন করা হ‌য়ে‌ছে। থাকবে নিত্যনতুন প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ।

সংবাদ সম্মেলনে আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হোসনে আরা বেগমসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

পরে প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

#

শহিদুল/পরীক্ষিৎ/জসীম/শামীম/২০২১/১৫৫৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৪৬

**গণহত্যা দিবসে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :

গণহত্যা দিবস-২০২১ উপলক্ষ্যে আগামীকাল দেশের সকল মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের আহ্বান জানিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। দেশের সকল মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের ব্যবস্থা করার জন্য মসজিদের খতিব, ইমাম ও মসজিদ কমিটিকে এ আহ্বান জানানো হয়। আজ ইসলামি ফাউন্ডেশন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই আহ্বান জানায়।

এছাড়া ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আগামীকাল বৃহস্পতিবার বাদ যোহর বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে শাহাদাতবরণকারী শহিদদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হবে।

#

শায়লা/পরীক্ষিৎ/কামাল/জসীম/আসমা/২০২১/১৪৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৪৪৫

**গণহত্যা দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“২৫শে মার্চ বাঙালি মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে ‘গণহত্যা দিবস’। ১৯৭১ সালের এই দিনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাংলাদেশে বিশ্বের বর্বরতম হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করে। আমাদের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর প্রাক্কালে অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্মরণ করি ’৭১ এর ২৫শে মার্চের কালোরাতে আত্মোৎসর্গকারী শহিদদের, যাদের তাজা রক্তের শপথ বীর বাঙালির অস্ত্রধারণ করে স্বাধীনতা অর্জন না করা পর্যন্ত জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারাজীবন বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের অগ্রভাগে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি ’৫২-র ভাষা আন্দোলন, ’৫৪-র একুশ দফা, ’৬২-র ছাত্র আন্দোলন, ’৬৬-র ছয় দফা, ’৬৯-র গণঅভ্যুত্থানসহ সকল আন্দোলন সংগ্রামে অত্যন্ত দূরদর্শিতার সঙ্গে নেতৃত্ব প্রদান করেন। তিনি মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দলকে সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করেছিলেন এবং সর্বোপরি পরাধীনতা থেকে চিরতরে মুক্তির লক্ষ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য পুরো জাতিকে প্রস্তুত করেছিলেন। জাতির পিতার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ’৭০- এর নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের ১৬৭টি আসন লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু, পাক-সামরিক জান্তা ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে। বৈঠকের মাধ্যমে সময়ক্ষেপণ করে নিরস্ত্র বাঙালি নিধনের উদ্দেশ্যে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ইতোমধ্যে, বঙ্গবন্ধু ২রা মার্চ থেকে অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণা করেন এবং ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে দীর্ঘ ২৩ বছরের শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট রূপরেখা প্রদান করেন। ১৫ই মার্চ থেকে অসহযোগ আন্দোলন কর্মসূচির আওতায় ৩৫ দফা নির্দেশনাবলী প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত নির্দেশনাবলী সারা পূর্ব বাংলায় অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়। বস্তুত, তখন থেকেই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই বাংলাদেশের সকল প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। ইয়াহিয়া-ভুট্টো সমঝোতার প্রস্তাব দিতে থাকে। কিন্তু বাংলার অবিসংবাদিত নেতা ক্ষমতার মোহ ত্যাগ করে বাংলার মুক্তিকামী মানুষের পক্ষে অটল থাকেন। ২৩ শে মার্চ পাকিস্তান দিবসে ক্যান্টনমেন্ট ও গভর্নরের বাসভবন ছাড়া সারা দেশে বাংলাদেশের মানচিত্রখচিত বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

২৫শে মার্চ ছিলো অসহযোগ আন্দোলনের ২৪তম দিন। সেদিন সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। রাত সাড়ে বারোটায় পাকিস্তানি সৈন্যরা সাঁজোয়া ট্যাঙ্ক নিয়ে ‘অপারেশন সার্চ লাইট’ এর নামে ঘুমন্ত নিরস্ত্র বাঙালিদের নির্বিচারে হত্যার আনন্দে মেতে উঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানা এবং রাজারবাগে অতর্কিত হামলা চালিয়ে ছাত্র-শিক্ষক, বাঙালি পুলিশ ও সামরিক সদস্যদের হত্যা করতে থাকে। রাত ১টা ১০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে। এর অব্যবহিত পূর্বেই জাতির পিতা স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণা বার্তা লিখে যান ‘ইহাই হয়তো আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। ------ চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও’। -যা প্রথমে ইপিআর এর ওয়্যারলেসের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। বঙ্গবন্ধুকে পশ্চিম পাকিস্তানের মিয়াওয়ালী কারাগারে বন্দি করে দেশব্যাপী নারকীয় তান্ডবলীলা ও হত্যাযজ্ঞ চালাতে থাকে। ৯ মাস যুদ্ধের পর ৩০ লাখ শহিদের রক্ত এবং ২ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

২৫শে মার্চে নারকীয় হত্যাযজ্ঞের কুশিলব, মানবতাবিরোধী অপরাধী ও যুদ্ধাপরাধীদের প্রেতাত্মারা আজো সমাজের আনাচে-কানাচে ঘোরাফেরা করছে, যারা স্বাধীনতাবিরোধী পাকিস্তানের দোসরদের আমাদের মহান সংসদে বসিয়েছিলো এবং তাদের গাড়িতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তুলে দিয়ে বাঙালি জাতির গর্বিত ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছিলো।

চলমান পাতা

-২-

আমরা ‘আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল’ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবতাবিরোধী অপরাধী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করেছি। সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করেছি, ফলে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের পথ বন্ধ হয়েছে। ২৫শে মার্চকে ‘গণহত্যা দিবস’ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছি। গত বারো বছরে আমরা উন্নয়নের সকল সূচকে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করেছি। আমরা দারিদ্র্যের হার ২০.৫ শতাংশের নীচে নামিয়ে এনেছি। মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৬৪ মার্কিন ডলারে উন্নীত করেছি। এখন আমাদের মানুষের গড় আয়ু ৭২.৬ বছর। আমরা জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে ‘জিরো টলারেন্স' নীতিতে কাজ করে যাচ্ছি। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত করেছি। ২০৩০ সালের মধ্যে ‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট’ অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি।

গণহত্যা দিবসের ৫০ বছর পূর্তিতে আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি- প্রয়োজনে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের বিনিময়ে হলেও ৩০ লাখ শহিদ ও ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে সমুন্নত রাখবো। জাতির পিতা যে অসাম্প্রদায়িক, ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখবো, ইনশাআল্লাহ।

আমি ‘গণহত্যা দিবস’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/কামাল/শাম্মী/জসীম/কুতুব/শামীম/২০২১/১২২৭১৩২৭ ঘণ্টা

Handout Number : 1444

**Prime Minister’s Message on the occasion of the Genocide Day**

Dhaka, 24 March :

Prime Minister Sheikh Hasina has given the following Message on the occasion of the Genocide Day :

"25th March is 'Genocide Day' in the history of the Bengali liberation struggle. On this day in 1971, the aggressor forces of Pakistan carried out the most barbaric massacre in Bangladesh. On the eve of the Golden Jubilee of our great Independence, we mourn in a heart-rending sorrow all the martyrs who sacrificed their lives in the black-night on 25th March 1971, whose spills of fresh blood inspired to taking the oath by the brave Bengalis to hold arms and fight till the independence.

The Greatest Bengali of all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman led the Bengali liberation struggle from the forefront all his life. He led with his far-sightedness to all the movements including the language movement of '52, the twenty-one point of '54, the student movement of '62, the six points of '66, the mass uprising of '69. He chose to leave the ministry for organizing and strengthening the party, and thereby, prepared the whole nation for the ultimate freedom struggle with the aim of liberating it from occupation forever. The Awami League, led by the Father of the Nation, won an absolute majority in the 1970 elections by winning 167 seats in the National Assembly. However, the Pak-military junta began to procrastinating the transfer of power. In the name of meeting they gained enough time to conduct a secret conspiracy to kill the unarmed Bengalis. Meanwhile, Bangabandhu declared a non-cooperation movement from 2nd March and in his historic speech on 7th March gave a clear dictation of the goal of liberation from the long 23 years of ruling and exploitation. He issued 35-point instructions under the auspice of the non-cooperation movement program from 15th March. The instructions given by Bangabandhu were followed by no exception all over East Bengal. In fact, from then on, all the administrative, political, and economic activities of Bangladesh were conducted under the direction of Bangabandhu. Yahya-Bhutto began to propose a compromise. But the undisputed leader of Bengal gave up the lure of power and remained steadfast at the side of the freedom-loving people of Bengal. On 23 March Pakistan Day, the flag of Bangladesh emblazoned with the map of Bangladesh was hoisted all over the country except the cantonment and the Governor's residence.

25th March was the 24th day of the non-cooperation movement. That evening Yahya secretly left Dhaka. At 12.30 pm, Pakistani soldiers with armored tanks rejoiced in the indiscriminate killing of unarmed sleeping Bengalis in the name of 'Operation Search Light'. Dhaka University, Pilkhana, and Rajarbagh were attacked and students, teachers, Bengali police, and military personnel were brutally killed. Bangabandhu was arrested at 1:10 am. Immediately before this, the Father of the Nation wrote the final declaration of independence- 'This may be my last message, from today Bangladesh is independent. — Your fight must go on until——final victory is achieved.'- which was first broadcasted via the EPR's wireless. Bangabandhu was imprisoned in the Mianwali Jail in West Pakistan and infernal violence and massacres were carried out all over the country. After 9 months of the war the victory was achieved and independent sovereign Bangladesh was established on 16th December at the cost of 3 million martyrs and honor of 2 hundred thousand mothers and sisters.

-2-

The ghosts of the infernal massacre of 25th March, the perpetrators of crimes against humanity, and war criminals are still roaming around the society, who invited their anti-independence Pakistani comrades in our great parliament and tarnished the proud history of the Bengali nation by hoisting the flag of independent Bangladesh in their cars.

We have tried criminals of war and criminals against humanity through the establishment of the International Crimes Tribunal. We have ensured the right of the people to vote through the fifteenth amendment to the Constitution, which has blocked the way for the illegal seizure of power. We have recognized 25th March as 'Genocide Day'. In the last twelve years, we have made unprecedented progress in all indicators of development. We have brought the poverty rate below 20.5 percent. We have increased the per capita income to US$2,064. Now the average life expectancy of our people is 72.6 years. We are working on the principle of 'Zero Tolerance' to eradicate militancy and terrorism. We have already made Bangladesh a developing country. We have formulated the second perspective plan to achieve the 'Sustainable Development Goals' by 2030 and to build a prosperous and prosperous Bangladesh free from hunger and poverty by 2041.

On the occasion of the 50th anniversary of the Day of Genocide, we pledge to uphold the freedom that we have earned in exchange for the three million martyrs and the respect of two hundred thousand tortured mothers and sisters, if necessary, in exchange for our supreme sacrifices. Resisting all immediate conspiracies and be inspired by the spirit of the Great Liberation War, we shall play a concerted role in the realization of the dream of the Father of the Nation for building a non-communal, hunger-free and prosperous Bangladesh, Insha Allah.

I wish all-out success to the programs taken on the occasion of 'Genocide Day'.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever."

#

Emrul/Parikshit/Zulfikar/Kamal/Shammi/Zashim/Shamim/2021/1৩০৬ hours

Handout Number : 1443

**President's message on the occasion of the Genocide Day**

Dhaka, 24 March :

President Md. Abdul Hamid has given the following message on the occasion of the Genocide Day :

"Today is the dreadful 25th March, the Genocide Day. On this day in 1971, Pakistani invaders committed the most brutal killings in the history throughout the country including Dhaka. People from all walks of life including students, teachers, intellectuals, members of different services especially from police and the then EPR, were killed in the massacre intended to stop the freedom movement once and for all. Observing this day as the genocide day is a recognition of the great sacrifices made by three million Bengalees in the struggle for liberation of Bangladesh as well as a symbol of extreme protest against the brutal genocide of the then Pakistani aggressors.

On this day, I recall with profound respect the architect of our independence, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman under whose leadership and direction we achieved our Independence through a nine-month long armed struggle. I remember with deep reverence all the martyrs who were killed in the fateful night of 25th March. I also recall with deep respect our four National Leaders, valiant freedom-fighters, organizers, supporters and people from all strata who made immense contributions and sacrifices to attain our Independence.

The then Pakistani aggressors, Armed with sophisticated weapons, indiscriminately carried out genocide on the unarmed Bengalees on March 25, 1971 to silence the Bengali nation forever. In the name of 'Operation Searchlight’, they wanted to stop the resistance of the independence-seeking mass people. Massacres took place simultaneously in Dhaka University Campus, Rajarbagh Police Lines, Pilkhana (now BGB Headquarters), Jashore, Khulna, Rajshahi, Rangpur, Syedpur, Cumilla, Sylhet, Chattogram. The news of this genocide is extensively covered in world media. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was arrested by the Pakistani army in the early hour of 26th March. Before that he declared the Independence and the War of Liberation started following the declaration.

Three million people were the victims of the brutal killings of Pakistani invaders and their local collaborators during the nine-month long War of Liberation. One crore Bangalees took shelter in neighboring India due to the horrors of murder and oppression. The horrific genocide of 1971 is a black chapter not only in the history of Bangladesh but also of world humanity. Through the observance of the Genocide Day, public opinion will be formed worldwide so that such genocide never happens anywhere else. The government headed by the Honorable Prime Minister Sheikh Hasina started the trials of the crimes against humanity even though a long time has passed after independence. In the meantime, the verdicts of the trials of many war criminals have been announced and implemented. I hope that these trials will be a unique example for the trial of crimes against humanity in the world.

Overcoming all obstacles, inspired by the spirit of the War of Liberation, Bangladesh is moving towards progress and prosperity. The ‘Vision-2021’ adopted in the hope of turning the country into a middle-income digital Bangladesh is about to come to a successful end. Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina has announced 'Vision-2041' to turn Bangladesh into a developed and prosperous country in 2041. On the eve of the birth centenary of the Father of the Nation and the Golden Jubilee of Independence, I call upon all, irrespective of party affiliation, to contribute from their respective positions in the implementation of these programs. We can pay our eternal respect to every soul who gave his life in 1971 genocide, by turning the country into the ‘Sonar Bangla’ as dreamt by Bangabandhu.

Joi Bangla.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever."

#

Hasan/Parikshit/Zulfikar/Kamal/Shammi/Asma/2021/1234 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৪২

**গণহত্যা দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আজ ভয়াল ২৫ মার্চ, গণহত্যা দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঢাকাসহ সারাদেশে ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করে। বাঙালির মুক্তি আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে সংঘটিত এ গণহত্যায় শহিদ হন ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন বাহিনী, বিশেষ করে পুলিশ ও তৎকালীন ইপিআর সদস্যসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার অগণিত মানুষ। এ দিনটিকে গণহত্যা দিবস হিসেবে পালন বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে ত্রিশ লক্ষ বাঙালির আত্মত্যাগের মহান স্বীকৃতির পাশাপাশি তৎকালীন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মম গণহত্যার বিরুদ্ধে চরম প্রতিবাদের প্রতীক।

আজকের এ দিনে আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনায় দীর্ঘ ন’মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় আমাদের মহান স্বাধীনতা। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি ২৫ মার্চ কালরাতের নৃশংস হত্যাকাণ্ডসহ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে নির্মম গণহত্যার শিকার সকল শহিদকে। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি জাতীয় চার নেতা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক-সমর্থকসহ দেশের জনগণকে, যাঁদের অসামান্য অবদান ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীনতা।

বাঙালি জাতিকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তৎকালীন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। ‘অপারেশন সার্চলাইট’ নামে অভিযানটি পরিচালনার মাধ্যমে তারা স্বাধীনতাকামী ছাত্রজনতার প্রতিরোধকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল। এর ব্যাপ্তি ছিল ঢাকাসহ সারাদেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, রাজারবাগ পুলিশ লাইনস, পিলখানা (বর্তমানে বিজিবি সদর দপ্তর) সহ যশোর, খুলনা, রাজশাহি, রংপুর, সৈয়দপুর, কুমিল্লা, সিলেট, চট্টগ্রামে একযোগে গণহত্যা চলে। বিশ্বের সকল গণমাধ্যমেই গুরুত্বের সাথে স্থান পায় এ গণহত্যার খবর। ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার আগেই তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যান, যার পথ ধরে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।

মুক্তিযুদ্ধকালীন ন’মাসে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দোসরদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হন ত্রিশ লক্ষ মানুষ। হত্যা-নিপীড়নের ভয়াবহতায় এক কোটি বাঙালি আশ্রয় নিয়েছিল প্রতিবেশী দেশ ভারতে। একাত্তরের বীভৎস গণহত্যা শুধু বাংলাদেশের নয়, বিশ্বমানবতার ইতিহাসেও একটি কালো অধ্যায়। এমন গণহত্যা আর কোথাও যাতে না ঘটে, গণহত্যা দিবস পালনের মাধ্যমে সে দাবিই বিশ্বব্যাপী প্রতিফলিত হবে। স্বাধীনতার দীর্ঘ সময় পর হলেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার শুরু করে। ইতোমধ্যে বেশ কিছু যুদ্ধাপরাধীর বিচারের রায় ঘোষণা ও তা কার্যকর করা হয়েছে। আমি আশা করি, এ বিচার কার্যক্রম মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে সারাবিশ্বে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

সকল বাধা পেরিয়ে মুক্তিযুদ্ধের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে বাংলাদেশ আজ এগিয়ে চলেছে উন্নতি আর সমৃদ্ধির পথে। দেশকে মধ্য আয়ের ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত করার প্রত্যয়ে গৃহীত ‘রূপকল্প-২০২১’ এর সফল পরিসমাপ্তি হতে চলেছে। বাংলাদেশকে ২০৪১ সালে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘রূপকল্প-২০৪১’ ঘোষণা করেছেন। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর যুগসন্ধিক্ষণে এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে আমি দলমত নির্বিশেষে সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখার আহ্বান জানাচ্ছি। দেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করার মধ্য দিয়েই আমরা একাত্তরের গণহত্যায় জীবনদানকারী প্রতিটি প্রাণের প্রতি জানাতে পারি আমাদের চিরন্তন শ্রদ্ধাঞ্জলি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/কামাল/শাম্মী/কুতুব/শামীম/২০২১/১৩২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৪৪১

**জাতীয় স্মৃতিসৌধে সর্বসাধারণের প্রবেশের সময় নির্ধারণ**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :

আগামী ২৬ মার্চ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শুধুমাত্র সকাল ৭টা হতে ৯টা এবং দুপুর ১টা হতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়।

#

দেবাশীষ/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/কামাল/শাম্মী/জসীম/শামীম/২০২১/১২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৪০

**মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের জাতীয় কর্মসূচি**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :

আগামী ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতীয় দিবস। দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

এদিন ঢাকাসহ সারাদেশে প্রত্যুষে ৫০ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসটির সূচনা হবে। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হবে।

এ দিবসে সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি ভবনে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা এবং ঢাকা শহরে সহজে দৃশ্যমান ভবনসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ ভবন ও স্থাপনাসমূহ আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হবে।

ঢাকা ও দেশের বিভিন্ন শহরের প্রধান সড়ক ও সড়কদ্বীপসমূহ জাতীয় পতাকা ও অন্যান্য পতাকায় সজ্জিত করা হবে। ঢাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিভিন্ন বাহিনীর বাদকদল স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাদ্য বাজাবেন।

দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী বাণী প্রদান করবেন। দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে এদিন সংবাদপত্রসমূহ বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করবে। এ উপলক্ষ্যে ইলেকট্রনিক মিডিয়াসমূহ মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা প্রচার করছে।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলা একাডেমি, জাতীয় জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বাংলাদেশ শিশু একাডেমিসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ও ফেডারেশন  মাস্ক পরিধানসহ অন্যান্য  স্বাস্থ্যবিধি  মেনে সীমিত আকারে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করবে। অনলাইন, ই-মেইল, ডাকযোগে, ভার্চ্যুয়াল মাধ্যমে রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং শিশুদের চিত্রাঙ্কন ও সাংস্কৃতিক  অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

সিনেমা হলসমূহে মাস্ক পরিধানসহ অন্যান্য  স্বাস্থ্যবিধি মেনে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র এবং চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।

এছাড়া মহানগর, জেলা ও উপজেলায় বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত আকারে সংবর্ধনা প্রদান করা হবে। একইভাবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও উপাসনার আয়োজন করা হবে। বাংলাদেশ ডাক বিভাগ স্মারক ডাক টিকিট প্রকাশ করবে।

দেশের সকল হাসপাতাল, জেলখানা, শিশু পরিবার, বৃদ্ধাশ্রম, ভবঘুরে প্রতিষ্ঠান ও শিশুদিবা যত্ন কেন্দ্রসমূহে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হবে।

মাস্ক পরিধানসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে দেশের সকল শিশুপার্ক ও জাদুঘরসমূহ বিনা টিকিটে উন্মুক্ত রাখা হবে। একইভাবে চট্টগ্রাম, খুলনা, মংলা ও পায়রা বন্দর এবং ঢাকার সদরঘাট, নারায়ণগঞ্জের পাগলা, বরিশাল ও চাঁদপুর বিআইডব্লিউটিএ ঘাটে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ডের জাহাজসমূহ দুপুর ২টা হতে ঐদিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখা হবে।

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসেও দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে মাস্ক পরিধানসহ অন্যান্য  স্বাস্থ্যবিধি  মেনে অনুরূপ কর্মসূচি পালন করবে।

#

মারুফ/পরীক্ষিৎ/কামাল/জসীম/আসমা/২০২১/১১২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৩৯

**স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতীয় দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলনে বিধি মেনে চলার আহ্বান**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :

আগামী ২৬ মার্চ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতীয় দিবসউদ্‌যাপন কর্মসূচির অংশ হিসেবে সকল সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি ভবনে এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশন এবং কনস্যুলার অফিসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে।

বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪(১) অনুযায়ী ‘প্রজাতন্ত্রের জাতীয় পতাকা সবুজ ক্ষেত্রের ওপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত’। পতাকা বিধিতে বলা হয়েছে, পতাকার রং হবে গাঢ় সবুজ এবং সবুজের ভিতরে একটি লাল বৃত্ত থাকবে। জাতীয় পতাকার মাপ হবে 10©x6© দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের আয়তাকার ক্ষেত্রের গাঢ় সবুজ রঙের মাঝে লাল বৃত্ত। বৃত্তটি দৈর্ঘ্যের এক-পঞ্চমাংশ ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট হবে। ভবনের আয়তন অনুযায়ী পতাকা ব্যবহারের তিন ধরনের মাপ হচ্ছে 10©x6© , 5©x3© এবং 2.5 ©x 1.5 ©।

মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত এ পতাকার সঠিক মর্যাদা রক্ষায় বাংলাদেশের পতাকা বিধিমালা, ১৯৭২ (সংশোধিত ২০১০)’ এ বর্ণিত পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ করে সঠিক মাপের মানসম্মত পতাকা উত্তোলনের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সর্বসাধারণকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে অনুরোধ করা হয়েছে।

#

মারুফ/পরীক্ষিৎ/কামাল/জসীম/আসমা/২০২১/১১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৩৭

স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

**জাতীয় স্মৃতিসৌধের ফুলের বাগানের ক্ষতিসাধন না করার আহ্বান**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :

আগামী ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণকালে স্মৃতিসৌধের ফুলের বাগানের কোনোরূপ ক্ষতিসাধন না করার জন্য সর্বসাধারণের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

#

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৩৮

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

**গাবতলী থেকে জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত সড়কে ত্রিমাত্রিক বা বক্স আকারে তোরণ তৈরি করা যাবে না**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঢাকার গাবতলী থেকে জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত সড়কে কোন ধরনের তোরণ, ব্যানার, ফেস্টুন এবং পোস্টার লাগানো সীমিত রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

উক্ত সড়কে কোনভাবেই ত্রিমাত্রিক অথবা বক্স আকারে তোরণ তৈরি করা যাবে না।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্প্রতি এ সিদ্ধান্তের কথা জানায়।

এক্ষেত্রে সীমিত পর্যায়ে পোস্টার, ব্যানার ও ফেস্টুন নিরাপদ দূরত্বে স্থাপন করা যেতে পারে বলে মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়।

#

মারুফ/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/কামাল/জসীম/আসমা/২০২১/১০৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৩৬

২৫ মার্চ রাতে সারাদেশে ১ মিনিট ব্ল্যাকআউট

**রাতে আলোকসজ্জা করা যাবেনা**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :

২৫ মার্চ গণহত্যা দিবসে রাত ৯টা থেকে ৯টা ১ মিনিট পর্যন্ত  সারাদেশে  প্রতীকী  ‘ব্ল্যাক আউট’ পালন করা হবে। তবে কেপিআই এবং জরুরি স্থাপনাসমূহ এ কর্মসূচির আওতামুক্ত থাকবে।

২৫ মার্চ রাতে সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি ভবন ও স্থাপনাসমূহে কোনো আলোকসজ্জা করা যাবেনা। তবে ২৬ মার্চ সন্ধ্যা থেকে আলোকসজ্জা করা যাবে।

২৫ মার্চ গণহত্যা দিবসের জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকার এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তথা সর্বসাধারণকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

#

মারুফ/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/কামাল/জসীম/আসমা/২০২১/১০৪০ ঘণ্টা